Rajshahi University journal of arts & law Vol. 51 (2023) pp. 91-105
ISSN 2309-0898

ইতিহাসের মানদণ্ডে *আল-ওয়া'দুল হাক্ক* : একটি পর্যালোচনা
[*Al-Wadul Haqq* in the Criterion of History: A Review]

জিয়াউর রহমান খান*

Abstract

The Egyptian famous novelist Dr. Taha Hussain's novel *"Al Wadul Haq"* was published on 1939 in Bairut. It is an everlasting novel in the history of Arabic literature. This novel is based on historical events of the Islamic era. All the characters in the novel are real and historical. Certain aspects are imagined in the novel. As a result unity, events and dialogues are described. The novel also mentions the brutality of Meccan infidels on Muslims. It describes the emigration of Muslims to Ethiopia and Medina, the Battle of Badr, and beauties of Islamic brotherhood among the Muslims of Medina. Apart from this, the success of the weak, helpless and oppressed Muslims has been correctly expressed. The success of the faithful, the results of God's promises to them is also highlighted. The novel became very popular with readers and is hailed as an informative novel based on history in Arabic literature. The present time demands an unbiased study to judge the accuracy of the information presented in the novel against the backdrop of history.

মূল শব্দ: 'আম্মার (রা.), বিলাল (রা.), সুমাইয়্যা (রা.), আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.), খাব্বাব ইবন আরাত (রা.)।

ভূমিকা

আল-ওয়া'দুল হাক্ক বা সত্য প্রতিশ্রুতি প্রখ্যাত মিশরীয় ঔপন্যাসিক ড.ত্বহা হোসাইনের এক অনবদ্য ও সৃজনশীল সাহিত্যকর্ম। ইসলামের প্রথম যুগের মুসলমানদের উপর কাফিরদের অত্যচার ও নির্যাতন নিয়ে রচিত এই উপন্যাসটি একটি বাস্তবধর্মী ও ঐতিহাসিক রচনা। ঈমানদার ব্যক্তিদের ঈমান ও সৎ আমলের সাথে মহান আল্লাহর কৃত ওয়াদা ও তার সঠিক বাস্তবায়ন যার মূল প্রতিপাদ্য। কল্পনা বিবর্জিত, সঠিক, সত্যাশ্রয়ী এ উপন্যাসের মূল বক্তব্য, বিভিন্ন চরিত্র, ঘটনাবলী, যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদি সবকিছুই একদিকে লেখকের নিপুণ রচনায় যেমন প্রাণবন্ত ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে, তেমনি অপরদিকে তা ইতিহাসবিদদের বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। ইতিহাসের কষ্টি পাথরে উত্তীর্ণ এ উপন্যাসের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করলেই তার যথার্থতা প্রমাণিত হয়। ইসলামের প্রথম যুগের সাহাবীদের আত্মত্যাগ, তাঁদের সফলতা, মহান আল্লাহ কর্তৃক ওয়াদার বাস্তবায়ন, বিভিন্ন ঘটনার সঠিক চিত্র উপস্থাপন সহ সবকিছুতেই যা সুন্দর ও সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। অত্র প্রবন্ধটিতে উপন্যাসের সাথে ইতিহাসের সার্থক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

ড. ত্বহা হোসাইন ও তাঁর *আল-ওয়া'দুল হাক্ক* গ্রন্থ পরিচিতি

প্রখ্যাত অন্ধ কথা সাহিত্যিক ড. ত্বহা হোসাইন ১৮৮৯ সালে মিশরের নীল নদ তীরবর্তী "সাঈদ" নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন আল আযহার এবং কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র[১]। কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯১৪ সালে এবং প্যারিসের সোরবান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯১৮ সালে তিনি দুবার

---

* সহযোগী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী ৬২০৫, বাংলাদেশ, E-mail: dr.ziaarabic@gmail.com

ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন[২]। ১৯৩০ সালে তিনি কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর নির্বাচিত হন। তিনি মিশরের শিক্ষামন্ত্রীও ছিলেন[৩]। আধুনিক আরব বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী এই ব্যক্তিত্ব ছিলেন একাধারে শিক্ষাবিদ, শিক্ষা সংস্কারক, গবেষক, সাহিত্য সমালোচক। বর্নাঢ্য জীবনের অধিকারী এই মহান ব্যক্তি ১৯৭৩ সালের অক্টোবরে কায়রোতে মৃত্যুবরণ করেন[৪]। *আল-ওয়া'দুল হাক্ক* উপন্যাসটি তিনি ১৯৪৯ সালে রচনা করেন। লেখক তাঁর এ রচনায় এটা প্রমাণ করেছেন যে, সহায় সম্বলহীন, রিক্ত নিঃস্ব নর-নারী যারা শুধু আল্লাহর ওয়াদার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে পৃথিবীর বুকে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে যে সফলতা অর্জন করেছিলেন তা পুরা পৃথিবীর জন্য এক অনন্য দৃষ্টান্ত। আলোচ্য উপন্যাসে ড. ত্বহা হোসাইন সে সকল দৃষ্টান্ত এমন সুনিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিশ্বের গোটা মুসলিম জাতিকে প্রেরণা জুগিয়ে যাচ্ছে। উপন্যাসটির পটভূমি হল প্রাক ইসলামী ও ইসলামী যুগ। লেখক তাঁর এ উপন্যাসটিকে মোট ২৯ টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছেন, যার সূচনা করেছেন ইসলামের প্রাথমিক যুগে নির্যাতিত জনগোষ্ঠীদের দিয়ে। যারা তৎকালীন সময় সমাজের দুর্বল ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁরা হলেন ইয়াসার, সুমাইয়্যা ও 'আম্মার। পর্যায়ক্রমে তিনি বিলাল, সুহাইব, খাব্বাব, আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ, আব্দুল্লাহ ইবন সুহাইলসহ অসহায় মুসলিমদের প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। তুলে ধরেছেন দুর্দশাগ্রস্থ সাহাবীদের করুণ পরিণতি এবং তাঁদের সফলতার বর্ণনা।

ইতিহাসের নিরিখে মুসলিম নির্যাতন

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পর যারা প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন তাঁরা কুরাইশ কাফেরদের দ্বারা অত্যাচারিত ও নির্যাতিত হন। অসহায় মুসলিমদের সেই নির্যাতন ছিল এতটাই অমানবিক ও পৈশাচিক যে তাকে শুধু মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ বলাই যথেষ্ট নয় বরং তার থেকেও অনেক বেশি। ড. ত্বহা হোসাইন সেই করুণ নির্যাতন তাঁর উপন্যাসে সবিস্তারে তুলে ধরেছেন। যা ইতিহাসের সত্য বর্ণনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে।

'আম্মার ইবন ইয়াসার (রা.)

তাঁর পিতা ইয়াসার ও মাতা সুমাইয়্যা। 'আম্মার হস্তিবাহিনীর সাল ঘটনার চার বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন প্রথম দিকের ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন, আর এ কারণে ইসলামের জন্য তিনি কাফেরদের নির্যাতনও সহ্য করেছেন অনেক বেশি। [৫] আবূ জাহল ও তার সঙ্গীরা 'আম্মারকে ইসলাম গ্রহণ করার অপরাধে বন্দি করে রেখেছিল। তারা তাঁকে বন্দিশালা থেকে বের করে বর্শা, চাকু, আর ধারালো অস্ত্রের আঘাত দিতে দিতে হাঁটিয়ে নিয়ে যেত। কখনো কখনো চাবুক মারতো মক্কার তপ্ত মরুভূমির মাঝে। কখনো তাঁকে পানির মধ্যে ডুবিয়ে দিত, আবার কখনো আগুনের ছ্যাকা দিত, কখনো বুকের উপরে কঠিন ও বড় বড় পাথর দিয়ে চাপা দিত। এক কথায় নির্যাতনের যত পন্থা আছে তার সবটাই তাঁর উপর প্রয়োগ করত। ড. ত্বহা হোসাইন এর ভাষায়[৬]:

ثم تقدم أبو جهل إلى أصحابه أن يطرحوا هؤلاء الأسارى أرضا ففعلوا. ثم تقدم إليهم أن يأخذوهم بمكاوى النار في جنوبهم وصدورهم ففعلوا. ثم تقدم إليهم أن يضعوا على صدورهم الحجارة الثقال ففعلوا. ثم تقدم إليهم أن يصبوا على وجوههم قرب الماء ففعلوا

"অতঃপর আবূ জাহল তার সঙ্গীদের নির্দেশ দিল যেন তারা ঐ সকল বন্দিদের মাটিতে ছুড়ে মারে। আর তারা সেটাই করল। সে তাদের নির্দেশ দিল, যেন তারা আগুন দ্বারা তাঁদের পাঁজরে ও বুকে ছ্যাঁকা দেয়।

আর লোকেরা সেটাই করল। সে তাদের নির্দেশ দিলো, তাঁদের বুকের উপর ভারী পাথরের চাপা দিতে, আর তারা সেটাই করল। তাদের নির্দেশ দিল তাঁদের মুখ পানির মধ্যে ডুবিয়ে দিতে, তারা সেটাই করল।"

الكامل فى التاريخ এর ভাষায়[৭]:

فكانوا يخرجون عمارا وأباه وأمه الي الأبطح اذاحميت الرمضاء. يعذبونهم بحر الرمضاء...

وشددوا العذاب على عمار بالحر تارة وبوضع الصخر على صدره أخرى وبالتغريق أخرى

"প্রচন্ড উত্তাপের সময় তারা 'আম্মার ও তাঁর পিতা-মাতাকে বিস্তৃত উপত্যকায় বের করে আনতো, তারা তাঁদের শাস্তি দিত গরমের তাপ দিয়ে..... তারা 'আম্মারকে কখনো তাপ দিয়ে কখনো তাঁর বুকের উপর পাথর চাপা দিয়ে আবার কখনো পানিতে ডুবিয়ে প্রচন্ড শাস্তি দিত।"

এরূপ অকথ্য নির্যাতনের পরেও 'আম্মার (রা.) ঈমান আর ইসলামের উপর অটল থাকেন। নির্যাতন তাঁকে ঈমানের পথ থেকে টলাতে পারেনি। দুর্বল করতে পারেনি তাঁর ঈমানী শক্তি ও সাহস কে।

ইয়াসার-সুমাইয়্যা (রা.) দম্পতি

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আহ্বানে ইয়াসার পরিবারের 'আম্মার সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেন। তাঁর দাওয়াতেই ইয়াসার ও তাঁর স্ত্রী সুমাইয়্যা ইসলাম কবুল করেন।[৮] মূলত ইয়াসার ছিলেন আনাছী এক যুবক, যিনি তাঁর ভাইয়ের সন্ধানে মক্কায় এসেছিলেন।[৯] মক্কায় আসার পর মাখযুম গোত্রের আবূ হুজাইফা তাঁকে হালিফ বা সহযোগী হিসেবে গ্রহণ করেছিল।[১০] তারই দাসী সুমাইয়্যার সাথে তাঁকে বিবাহ দিয়েছিল। তাঁদের পরিবারে 'আম্মারের জন্ম।[১১] ইসলাম কবুল করার অপরাধে তাঁদের পুরো পরিবারের উপর নেমে আসে অমানবিক অত্যাচার ও নির্যাতন। হাত পা লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে বৃদ্ধ ইয়াসার ও সুমাইয়্যা এবং ছেলে 'আম্মারের উপর আঘাতের পর আঘাত করা হত। ত্বহা হোসাইন এর ভাষায়[১২]:

يؤذى ويدمى ويشق ،ولكنه لا يبلغ الأنفس ، وربما ألهبوهم ضربا بالسياط وربما جذبوا لحية ياسر وعمار وشعر سمية وهم يتضاحكون ويتصايحون

"তাঁকে কষ্ট দিল, আঘাতে রক্ত ঝরাল এবং তাঁদের বিদীর্ণ করল তারপরও তাঁদের মনে কোনো রেখাপাত করছিল না। কখনো তারা তাঁদেরকে চাবুক দ্বারা আঘাত করে অগ্নি ঝরাচ্ছিল। আবার কখনো তারা ইয়াসার ও আম্মারের দাড়ি এবং সুমাইয়্যার চুল ধরে টান দিয়ে পরস্পর হাসাহাসি ও চিৎকার করছিল।"

কিন্তু শত আঘাতেও তাঁরা ঈমানের উপর অটল থাকেন। কাফেরদের বহুমাত্রিক নির্যাতনে ইয়াসার পরিবার ক্ষত-বিক্ষত হন। যেমন السيرة النبوية এর বর্ণনাতে পাওয়া যায়[১৩]:

وكانت بنو مخزوم يخرجون بعمار بن ياسر وبأبيه وأمه وكانوا اهل بيت اسلام- اذا حميت الظهيرة يعذبونهم برمضاء مكة

"বনী মাখযুম দ্বিপ্রহরের উত্তপ্ততায় 'আম্মার ইবন ইয়াসার ও তাঁর পিতা-মাতাকে বের করে আনতো, তারা তাঁদেরকে মক্কার উত্তাপ দ্বারা শাস্তি দিত আর তাঁরা ছিল ইসলামী পরিবারের অর্ন্তভূক্ত।"

একদিন কুখ্যাত আবূ জাহল নির্যাতিত সুমাইয়্যাকে ইসলামের জন্য ভর্ৎসনা করলে সুমাইয়্যা আবূ জাহল ও তার দেবদেবীদের ভর্ৎসনা করে। অগ্নিশর্মা আবূ জাহল সুমাইয়্যার তলপেটে প্রচণ্ড আঘাত করে। তৎক্ষণাৎ তাঁর প্রাণবায়ু উড়ে চলে যায়। আর তিনিই হন ইসলামের জন্য প্রথম শহীদ ব্যক্তিত্ব। যেমন ড. ত্বহা হোসাইনের ভাষায়[১৪]:

وأخرج الحنق أبا جهل عن طوره فجعل يضرب في بطن سمية برجله وهي تقول له في صوتها الهادئ المتقطع: بؤسا لك ولآلهتك! ويجن جنون أبي جهل، فيطعن سمية بحربة كانت في يده فتشهق شهقة خفيفة ثم تكون أول شهيد في الإسلام.

"আবূ জাহলের রাগ সীমা ছাড়িয়ে গেল। সে পা দ্বারা সুমাইয়্যার পেটে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করল। সুমাইয়্যা তাঁর প্রশান্ত ভাঙা ভাঙা কণ্ঠে বললেন: দুর্ভাগ্য তোর জন্য আর তোর দেব-দেবীর জন্য। উন্মত্ততা আবূ জাহলকে পাগল বানিয়ে ফেলল। আবূ জাহল তার হাতে থাকা বর্শা দিয়ে সুমাইয়্যাকে আঘাত করল সুমাইয়্যা চিৎকার দিলেন, হালকা শ্বাস টানার শব্দ হলো, অতঃপর তিনি হলেন ইসলামের প্রথম শহীদ।"

স্ত্রী সুমাইয়্যার করুণ মৃত্যু দেখে ইয়াসার আবূ জাহল কে ভর্ৎসনা করেন। আবূ জাহল তাঁর পেটেও প্রচণ্ড জোরে লাথি মারলে তিনিও আল্লাহর ডাকে সাড়া দেন। আর তিনি হন ইসলামের জন্য দ্বিতীয় প্রাণ উৎসর্গকারী ব্যক্তিত্ব।[১৫] الكامل في التاريخ এ বলা হয়েছে[১৬]:

يعذبونهم بحر الرمضاء فمر بهم النبي(ص) فقال: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة فمات ياسر في العذاب واغلظت امرأته سمية القول لأبي جهل فطعنها في قلبها بحربة في يديه فماتت وهي أول شهيد في الإسلام

"তারা তাঁদেরকে চরম উত্তাপের দ্বারা শাস্তি দিচ্ছিল। এমন সময় তাঁদের পাশ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) অতিক্রম করলেন এবং তিনি বললেন ইয়াসারের পরিবার তোমরা ধৈর্য্যধারণ কর। তোমাদের প্রতিশ্রুত স্থান হলো জান্নাত। অতপর ইয়াসার নির্যাতনে মৃত্যুবরণ করেন। আর তাঁর স্ত্রী সুমাইয়্যা আবূ জাহলকে রূঢ় ভাষায় কথা বললেন তখন আবূ জাহল তার হাতে থাকা বর্শা দ্বারা তাঁর সম্মুখ ভাগে আঘাত করলে তিনি মৃত্যু বরণ করলেন আর তিনি হলেন ইসলামের প্রথম শহীদ।"

ঈমানের বলে বলীয়ান এই দম্পত্তি ইসলামের জন্য নিজেদের জীবনকে তুচ্ছজ্ঞান করেছেন। আল্লাহর পথে নিজেদেরকে উৎসর্গ করে ইতিহাসে স্বরণীয় হয়ে রয়েছেন।

সুহাইব ইবন সিনান (রা.)

তাঁর নাম সুহাইব। কুনিয়াত আবূ ইয়াহইয়া।[১৭] তিনি আরব বংশোদ্ভূত। তাঁর পিতা বসরার প্রাচীন শহর উবুল্লার শাসক ছিলেন।[১৮] দস্যুদল কর্তৃক ধৃত হয়ে তিনি এক হাত হতে অন্য হাতে বিক্রিত হন। অবশেষে আব্দুল্লাহ ইবন যোদআন তাঁকে ক্রয় করে।

তাঁর ইসলাম গ্রহণের খবর ছড়িয়ে পড়লে আবূ জাহল ইয়াসারের পরিবারের সাথে তাঁকেও শাস্তি দিতে আরম্ভ করে।[১৯] সুহাইবকে ইসলাম গ্রহণের অপরাধে কাফেররা আগুনে ফেলে চাবুক মারে। আগুন হতে বের করে পানিতে ডুবায়। আবার সেখান থেকে তুলে শরীরে শুকনো কাপড় খড়-কুটো দিয়ে আগুন ধরায়। তলোয়ারের বাট দিয়ে গুতো মারে। কিন্তু তিনি বীরের মত তাদের সাথে কথা বলেন। যেন এ উৎপীড়নের তুফান তাঁর উপর দিয়ে যায়নি। তিনি কিছুক্ষণ চুপ থাকতেন এবং তাঁর কপাল থেকে দুচার ফোঁটা ঘাম মাটিতে পড়ত। তারপর আবার তিনি কথা বলতে আরম্ভ করতেন। ড. ত্বহার ভাষায়[২০]:

ثم لا يلبث أن تثوب إليه نفسه ويعود إلى التحدث إلى معذبيه في بعض أمرهم، كأنهم لم ينالوه بمكروه.

"অতঃপর তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস ফিরে আসতেই তিনি নিজের উপর নির্যাতনকারীদের সাথে কোনো প্রসঙ্গ তুলে কথা বলতে থাকেন। যেন তারা তাঁর সাথে খারাপ কিছুই করেনি।"

অনুরূপ ভাবে أسد الغابة তে বলা হয়েছে[২১]:

لما بعث رسول الله (ص) أسلم وكان من السابقين إلى الإسلام ... أسلم صهيب وعمار فى يوم واحد - وكان إسلامهما بعد بضعة وثلاثين رجلا- وكان من المستضعفين بمكة الذين عذبوا

"যখন রাসূল (সা.) প্রেরিত হন তখনই সুহাইব ইসলাম গ্রহণ করেন..... তিনি ছিলেন ইসলামে আগমনকারী পূর্ববর্তীদের একজন। 'আম্মার ও সুহাইব একই দিনে ইসলাম গ্রহণ করেন। প্রায় ত্রিশ জনের অধিক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পর তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন। সুহাইব ছিলেন মক্কার দুর্বল ব্যক্তিদের একজন যারা শাস্তি ভোগ করেছিলেন।"

ইসলাম কবুল করার কারণে তাঁকে তাঁর সকল সম্পদ মক্কায় রেখে রিক্ত-নিঃস্ব, দীনহীন অবস্থায় মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করতে হয়। কাফেররা তাঁকে বন্দি করে রাখে। অবশেষে একদিন তিনি বন্দি দশা থেকে পালিয়ে যান, তাঁর পালানোর সংবাদ পেয়ে কাফেররা তাঁর পিছু নেয়। তারা তাঁকে প্রায় ধরে ফেলে। তখন তিনি নিজের সকল সম্পদের খবর তাদের দিয়ে শুধুমাত্র প্রাণ নিয়ে মদিনায় হিজরত করেন। ড. ত্বহা হোসাইন এর ভাষায়[২২]:

والله ما خلصت إليك حتى اشتريت نفسى من قريش بمالى أجمع ، وما تركت مكة إلا بمد من دقيق عجنته بالأبواء وعشت عليه حتى انتهيت إليك. فيجيبه رسول الله : ربح البيع أبا يحيى

"আল্লাহর শপথ! আমার সকল সম্পদের বিনিময়ে নিজের জীবনকে ক্রয় করা ছাড়া আপনার নিকট আসতে মুক্ত হতে পারিনি। আমি এক সের আটা নিয়ে মক্কা ত্যাগ করেছি আর আবওয়ায় এসে তা দ্বারা রুটি বানিয়েছি। আর আপনার নিকট পৌঁছা পর্যন্ত এর উপরই থেকেছি। তখন রাসূল (সা.) তাঁকে উত্তর দিলেন, আবূ ইয়াহইয়া কত বড় ব্যবসার লাভ।" অনুরূপ ভাবে ঐতিহাসিক বর্ণনায় পাওয়া যায়[২৩]:

لما هاجر تبعه نفر من المشركين ... فقال : يا معشر قريش ، إني من أرماكم ولاتصلون إلي حتى أرميكم بكل سهم معي ، ثم أضربكم بسيفي ، فإن كنتم تريدون مالي دللتكم عليه ، فرضوا فعاهدهم ، ودلهم ، فرجعوا ، فأخذوا ماله ، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ربح البيع

"সুহাইব যখন হিজরত করলেন তখন মুশরিকদের একটা দল তাঁকে ধাওয়া করে..... তখন তিনি বলেন, হে কুরাইশ সম্প্রদায় নিশ্চয় আমি তোমাদের তীরন্দাজদের মধ্যে একজন। তোমরা আমার কাছে পৌঁছতে পারবে না যতক্ষন না আমার নিকট যত তীর আছে তা তোমাদের প্রতি নিক্ষেপ করি। অতপর আমার তরবারি দ্বারা তোমাদের আঘাত করব। যদি তোমরা আমার সম্পদ চাও তবে আমি তোমাদেরকে তার সন্ধান দিব। তারা তাতে রাজি হলে তিনি তাদের সাথে চুক্তি করলেন। তাদেরকে তা জানিয়ে দিলেন। তারা ফিরে গেল এবং তাঁর সম্পদ গ্রহণ করল। অতপর তিনি রাসূল (সা.) এর নিকট আগমণ করলে রাসূল (সা.) তাঁকে বললেন: কতবড় ব্যবসার লাভ!"

ইসলামের জন্য নিজের সকল সহায় সম্পত্তি তিনি বিসর্জন দিয়েছেন আর ইসলামের জন্য নিজেই নিজেকে উৎসর্গ করে অনুসরনীয় উদাহরন হয়ে ভাস্বর হয়ে রয়েছেন।

বিলাল ইবন রাবাহ (রা.)
হযরত বিলাল। তাঁকে আবূ আব্দুল্লাহ বলা হয়। মায়ের নাম হামামা, পিতা রাবাহ।[২৪] ইসলাম গ্রহণের জন্য যে সকল ব্যক্তি অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করেছিলেন হযরত বিলাল তাঁদের অন্যতম। আর যে সাত ব্যক্তি প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছিলেন বিলাল তাঁদেরও একজন।[২৫] তাঁর পিতা রাবাহ খলফের দাস ছিলেন। তাঁর মা বাদশাহ আবরাহার বোনের কন্যা ছিলেন।[২৬] হস্তি বাহিনীর যুদ্ধে তিনি বন্দি হন। খলফ প্রিন্সেসকে অপমান করার জন্য নিজের হাবশী দাস রাবার সাথে তাঁকে বিবাহ দেয়।

তাঁদের ঔরসে বিলাল জন্মগ্রহণ করেন।[২৭] ইসলাম আগমনের পর বিলাল ইসলাম কবুল করেন। খলফের ছেলে উমাইয়া ছিল তাঁর মনিব। ইসলাম গ্রহণের অপরাধে সে তাঁকে নির্মম নির্যাতন করে। কাফেররা হযরত বিলালের শরীরে এক একটা অঙ্গ নিয়ে নিজেদের দিকে টানতো আর দৌঁড়াতো। মনে হতো যেন তারা তাঁর সকল অঙ্গ ছিঁড়ে নিয়ে যাবে। তারা তাঁর গলায় রশি বেঁধে মক্কার বালুকাময় অলিগলিতে টেনে নিয়ে বেড়াতো। প্রস্তরখণ্ডে তাঁর শরীর ক্ষতবিক্ষত করত। যেমন ড. ত্বহা হোসাইন বলেন[২৮]:

ثم يقيمونه ثم يضعون الحبال: حبلا فى إحدى ذراعيه وحبلا فى ذراعه الأخرى، وحبلا فى إحدى ساقيه وحبلا فى ساقه الأخرى ، ثم يدعون الصبية ويلقون إليهم الحبال ، ويأمرونهم ان يعدوا ببلال حتى يجهدوا أنفسهم ويجهدوه

"তারা তাঁকে সোজা দাঁড় করাল। অতঃপর তাঁকে রশিতে বাঁধল। তাঁর এক হাতে এক রশি, অন্য হাতে আরো একটা রশি, এক পায়ে এক রশি, অন্য পায়ে আরো একটি রশি। অতঃপর তারা বালকদের ডাকল এবং তাদের নিকট দড়িটা ছুঁড়ে দিয়ে তাদের নির্দেশ দিল বিলালকে নিয়ে দৌঁড়াতে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেরা ক্লান্ত হয় এবং তাঁকে ক্লান্ত করে।" যেমন رجال حول الرسول গ্রন্থে বলা হয়েছে[২৯]:

ويقولون له : قل كما نقول ....فيجيبهم فى تهكم عجيب ، وسخرية كاوية : إن لسانى لايحسنه.... ويظل بلال فى ذوب الحميم وصخره ، حتى إذا حان الأصيل أقاموه وجعلوا فى عنقه حبلا ، ثم أمروا صبيانهم أن يطوفوا به جبال مكة وشوارعها ....وبلال لا يلهج لسانه بغير نشيده المقدس احد... احد...

"কাফেররা তাঁকে বলল: আমরা যেরূপ বলি সেরূপ বল...... তখন তিনি বিস্ময়কর বিদ্রূপ এবং তীব্র পরিহাসে তাদের জবাব দিলেন: আমার জিহ্বা এটা ভালো করতে পারেনা...... বিলাল পাথর এবং গরম পানির দ্রবনে পরে থাকলেন। অবশেষে যখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসল তখন তারা তাঁকে দাড় করাল এবং তার গলায় রশি বাঁধল। অতপর তারা তাদের বালকদের নির্দেশ দিল তারা যেন তাঁকে নিয়ে মক্কার পাহাড় ও পথে প্রান্তরে প্রদক্ষিণ করে...... আর বিলালের জিহ্বা তাঁর পবিত্র সঙ্গীত আহাদ আহাদেই অবিচল রইল।"

শারিরীক নির্যাতন আর মানসিক শক্তি যেন মহান এ ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে একাকার হয়ে গিয়েছিল। তাঁর উপর সংঘঠিত নির্যাতনের গভীরতা তাঁর ইমানী শক্তির গভীরতাকে অতিক্রম করতে পারেননি।

খাব্বাব ইবন আরাত (রা.)
তাঁর নাম খাব্বাব। কুনিয়াত আবূ আব্দুল্লাহ। তিনি উম্মে আয়মানের ক্রীতদাস ছিলেন।[৩০] বাল্যকালেই উম্মে আয়মান তাঁকে বাজার থেকে কিনে আনে। অতপর সে তাঁকে কর্মকারের কাজে নিয়োজিত করে।[৩১] কালের

পরিক্রমায় খাব্বাব বড় হয়ে ওঠেন। একদিন তাঁর কাছে জনৈক বন্ধু আগমন করলে তাঁর কাছে তিনি কুরআনের কিছু আয়াত শুনতে পান যা তাঁকে তাওহীদের দিকে আকৃষ্ট করে। এরপর তিনি রাসূল (সা.) এর নিকট গমন করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। আর তিনি ছিলেন ইসলাম গ্রহণকারী ষষ্ঠ ব্যক্তি।[৩২] এর পরই নেমে আসে তাঁর উপর অমানুষিক নির্যাতন। কারণ মূর্তিপুজা ছেড়ে এক আল্লাহকে বিশ্বাস আবূ জাহলসহ কাফেররা কিছুতেই মানতে পারছিল না। কারণ কাফেরদের কাছে তাওহীদের এ বাণী সম্পূর্ণ নতুন। মূর্তি, সূর্য, আগুন এসবই ছিল তাদের ইবাদতের বিষয়।[৩৩] আবূ জাহল হুংকার দিয়ে উঠল। খাব্বাবের উপর এমন অমানুষিক নির্যাতন করা হত যে তাঁকে মরুভূমির মধ্যে জলন্ত আগুনের উপর চিৎ করে শুয়ে দেয়া হত। পা দিয়ে বুক চেপে রাখা হত। আর তাঁর শরীরের চর্বি ও রক্তে আগুন নিভে যেত। যেমন ত্বহা হোসাইন তাঁর উপন্যাসে খাব্বারের ভাষা নকল করে বলেন[৩৪]:

فأما أنا فلم يكن لى أحد ، ولقد رأيتهم ذات يوم أخذوني ثم أوقدوا لى نارا فسلقوني فيها ، ثم يقبل رجل فيضع رجله على صدرى ، فوالله ما اتقيت برد الأرض إلا بظهرى

"আর আমি? আমার কেউ ছিল না। একদিন আমি তাদেরকে দেখলাম তারা আমাকে ধরল অতঃপর আমার জন্য আগুন প্রজ্বলিত করল এবং আমাকে ঝলসানো হলো তার মাঝে। অতঃপর এক ব্যক্তি এগিয়ে এসে আমার বুকের উপর তার পা রাখল। আল্লাহর শপথ! আমার পিঠের দ্বারা মাটি ঠাণ্ডা হয়েছে।" যেমন الكامل فى التاريخ গ্রন্থে বলা হয়েছে-[৩৫]

فأخذه الكفار وعذبوه عذابا شديدا، فكانوا يعرونه ويلصقون ظهره بالرمضاء ثم بالرضف، وهي الحجارة المحماة بالنار، ولووا رأسه، فلم يجبهم إلى شيء مما أرادوا منه

"কাফেররা তাঁকে ধরল এবং তারা তাঁকে কঠিন শাস্তি দিল। তারা তাঁর কাপড় খুলে ফেলল এবং তাঁর পিঠকে দগ্ধতায় যুক্ত করল অতপর ছ্যাকা দিল এবং আগুন দ্বারা উত্তপ্ত পাথরে তাঁর মাথা চেপে ধরল। তবুও তিনি তাদেরকে তারা যা চাচ্ছিল তার উত্তর দিলেন না।"

নির্যাতনের বহুমাত্রিকতা খাব্বার (রা) কে পরাস্ত করতে পারেনি। তাঁর এ ঈমানী বল ইসলামের ইতিহাসে অনন্তকালের উদাহরণ হয়ে রয়েছে।

আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.)

তাঁর নাম আব্দুল্লাহ। পিতার নাম মাসউদ। পিতার মৃত্যুর পর তিনি মক্কায় তাঁর মামার দেশে স্থায়ী হন। সেখানেই তিনি তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন উকবা ইবন আবি মুয়িত এর মেষ চালক বা রাখাল হিসেবে।[৩৬] ইসলাম কবুলের পর তিনি মক্কার অলি-গলিতে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন। তাঁর ভাষণের মাধুর্যতায় লোকজন তাঁর চারপাশে সমবেত হতে থাকে। তিনি একস্থানে স্থির থাকতেন না। কখনো এখানে কখনো ওখানে ছুটে ছুটে ইসলামের বাণী প্রচার করতেন। মধুর সুরে তিনি কুরআন পাঠ করতেন আর লোকজন তা মনোযোগ দিয়ে শুনতো। একবার আবূ জাহল দেখতে পায় একদল লোক জমায়েত হয়ে আছে আর একজন লোক কি যেন বলছে। সে দেখতে পায় আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করছেন। তেলাওয়াত শুনে তার শরীর ভয়ে কাঁপতে থাকে এবং সে তা গোপন করে হুংকার দিয়ে উঠে আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদকে গালি দেয় ও আঘাত করে রক্তাক্ত করে দেয়। ড. ত্বহার ভাষায়[৩৭]:

فيدنو منه أبو جهل مغضبا وهو يقول: ويلك يا ابن أم عبد! ماتزال تفسد علينا أحلافنا ورقيقنا وما أراك منتهيا حتى تصيبك منى بائقة- وهم ابن مسعود أن يرد عليه مقالته ولكن أبا جهل لا يمهله وانما يعلوه بالقوس فيشجه وقد أخذ الدم يتحدر على وجهه-

"আবূ জাহল রাগান্বিত হয়ে তাঁর নিকটে গেল এবং বলল: হে ইবন উম্মে আবদ তোর ধ্বংস হোক! তুই আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের দাস ও সহযোগীদের নষ্ট করে চলেছিস। আমি তোকে মনে করি না যে তুই এই কাজ শেষ করবি যতক্ষণ না পর্যন্ত আমার পক্ষ থেকে তোর উপর দুর্ভোগ আপতিত হয়। ইবন মাসউদ ইচ্ছা করলেন তার কথার জবাব দিবেন। কিন্তু আবূ জাহল তাঁকে কোনো সুযোগ দিল না বরং তাঁর উপর ধনুক তুলল এবং তাঁকে আঘাত করল। আর এতে রক্ত বের হয়ে তাঁর চেহেরায় গড়িয়ে এলো।"

رجال حول الرسول গ্রন্থে এসেছে[৩৮]:

كان أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة "عبد الله بن مسعود" ..... وقريش فى أنديتها ، فقام عند المقام ثم قرأ ..... فتأملوه قائلين : ماذا يقول ابن أم عبد ..؟ إنه ليتلو بعض ماجاء به محمد ...فقاموا إليه وجعلوا يضربون وجهه

"আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ প্রথম ব্যক্তি যিনি রাসূল (সা.) এর পর মক্কায় প্রকাশ্যে কুরআন পাঠ করেছেন....... কুরাইশরা তাদের ক্লাব গুলোতে অবস্থান করছিল তখন ইবন মাসউদ তাঁর স্থানে দাড়ালেন অতপর কুরআন পাঠ করলেন....... তখন মন্তব্যকারীরা তাঁকেই ধারনা করল: ইবন উম্মে আবদ্ কি বলল? মুহাম্মাদ (সা.) যা নিয়ে আগমণ করেছেন সে তো সেটারই কিছু পাঠ করল..... তখন তারা তাঁর নিকট দাড়ালো এবং তাঁর মুখে আঘাত করল।"

আবূ জাহলের রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করে ইসলাম ও কুরআনের বানী নিয়ে তিনি ছুটে চলতেন পথে প্রান্তরে। আর সকল নির্যাতন এবং অত্যাচারকে অম্লান বদনে মেনে নিতেন।

আব্দুল্লাহ ইবন সুহাইল (রা.)

তাঁর কুনিয়াত আবূ সুহাইল। তিনি তাঁর ভগ্নি ও ভগ্নিপতি সাবিতা ও আবূ হুযাইফার দাওয়াতে ইসলাম কবুল করেন।[৩৯] ইসলাম কবুল করে হাবশায় হিজরতকারী দ্বিতীয় দলের সাথে হাবশায় হিজরত করেন।[৪০] হাবশা থেকে মক্কায় ফিরে আসলে তাঁর বাবা তাঁকে বন্দি করেন। শুরু হয় তাঁর উপর অমানুষিক নির্যাতন। ত্বহা হোসাইন এর ভাষায়-[৪১]

وهؤلاء نفر من مهاجرة الحبشة يعودون إلى مكة .... وعاد فى هؤلاء النفر عبد الله بن سهيل ، فيلقاه أبوه أحسن لقاء .... فما هى إلا أن يستجيب له أعبد شداد يحيطون بعبد الله ، فيوثقونه ثم يحملونه سجينا إلى أعماق الدار، ومنذ اليوم يذيقه أبوه من الفتنة شيئا عظيما

"হাবশার সেই মুহাজির দলটা মক্কায় ফিরে এলো। ঐ দলের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবন সুহাইলও ফিরে এসেছিলেন। তাঁর পিতা তাঁর সাথে সুন্দরভাবে সাক্ষাৎ করল। হাতে তালি দিতেই শক্তিশালী দাসরা তার ডাকে সাড়া দিয়ে আব্দুল্লাহকে ঘেরাও করে ফেলল। তারা তাঁকে শক্ত করে বেঁধে ফেলল এবং তাঁকে তুলে নিয়ে ঘরের গহীনে কারাবন্দি করল। সেদিন থেকে তাঁর পিতা তাঁকে বিভিন্ন রকম শাস্তি দিতে লাগল। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে তিনি ইসলাম ত্যাগ করার ভান করেন। বদরের দিনে কাফের

বাহিনীর সাথে তিনিও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যান এবং সুযোগ বুঝে মুসলিম বাহিনীতে যোগ দিয়ে মুসলমানদের সঙ্গে জিহাদ করেন।"

أسد الغابة তে বলা হয়েছে[৪২]:

وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية ...، ثم رجع إلى مكة، فأخذه أبوه فأوثقه عنده، وفتنه في دينه، فأظهر العود عن الإسلام وقلبه مطمئن به... ، ثم خرج مع أبيه إلى بدر وكان يكتم أباه إسلامه ، فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا ، فر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيه

"দ্বিতীয় হিজরতকারী দল হাবশায় গেল। অতপর মক্কায় ফিরে আসল। তখন আব্দুল্লাহকে তাঁর পিতা ধরল এবং তার নিকট বন্দি করল এবং দ্বীনের ব্যপারে তাঁকে পরীক্ষায় ফেলল। তিনি ইসলাম থেকে ফিরে আসাকে প্রকাশ করলেন আর তাঁর হৃদয় ইসলামেই আস্থাশীল রইল...... অতপর তিনি তাঁর বাবার সাথে বদরে বের হলেন আর তিনি পিতার নিকট তাঁর ইসলামকে গোপন করলেন। অতপর রাসূল (সা.) যখন বদরে অবতরণ করলেন তখন তিনি তাঁর পিতার নিকট থেকে রাসূল (সা.) এর দিকে পলায়ন করলেন।"

আল্লাহর ভালবাসা তাঁর রক্তের টান ও ভালবাসাকে তুচ্ছজ্ঞান করতে উদ্ধুদ্ধ করেছে। তাই আল্লাহর জন্য নিজের সকল আপনজন কে তিনি দূরে সরে দিয়ে অনুসরনীয় হয়ে আছেন।

নির্যাতিত ও অসহায় মুসলিমদের সফলতা

পবিত্র কুরআনে বিশ্ববাসির প্রতি মহান আল্লাহর ওয়াদা ছিল[৪৩]:

وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِى ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَٰرِثِينَ

"দেশে যাদেরকে দুর্বল করা হয়েছিল আমার ইচ্ছা হল তাঁদের প্রতি অনুগ্রহ করার, তাঁদেরকে নেতা করার এবং তাঁদের কে দেশের উত্তরাধিকারী করার।"

শুধু এ ওয়াদাই নয়! মহান আল্লাহর আরো ওয়াদা ছিল[৪৪]:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ....

"তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাঁদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাঁদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন। যেমন তিনি পূর্ববর্তীদেরকে প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন....."

সাহাবীদের জীবদ্দশায় তাঁরা মহান আল্লাহর এ সকল ওয়াদার সঠিক বাস্তবায়ন স্বচক্ষে অবলকন করেছিলেন। ঈমান আনার ফলে এবং নেক আমল করার বিনিময়ে তাঁরা নির্যাতিত অসহায় অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেয়ে রাষ্ট্রের বিভিন্ন দ্বায়িত্বে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। মর্যাদা ও সম্মান তাঁদের পদ চুম্বন করেছে। যা ছিল বিশ্বের বিস্ময়। ইতিহাসও তা স্বরণীয় করে রেখেছে। সময়ের বিবর্তনে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। নির্যাতিত ও অসহায় মুসলিমদের সফলতাও দৃশ্যমান হয়েছে। তাইতো শত নির্যাতন সহ্য করে 'আম্মার বেঁচে থাকেন। কেননা আল্লাহর প্রতি ছিল তাঁর অগাধ বিশ্বাস। আল্লাহর প্রতিটি ওয়াদা তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। পরবর্তিতে তিনি মদীনায় হিজরত করেন এবং বদর, ওহুদ, খন্দকসহ প্রায় সকল জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। أسد الغابة এর ভাষায়-[৪৫]

وهاجر إلى المدينة ، وشهد بدرا ، وأحدا والخندق ، وبيعة الرضوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

“তিনি মদিনায় হিজরত করেছিলেন এবং বদর, ওহুদ, খন্দক ও বায়আ'তে রেদওয়ানে রাসূল (সা.) এর সাথে উপস্থিত থেকেছেন।”

ইসলামের বিজয় হলে দেখা গেল হযরত উমার (রা.) এর শাসনামলে এক সময়ের সহায় সম্বলহীন নির্যাতিত 'আম্মার বিখ্যাত কূফা প্রদেশের আমীর হলেন। যেমন ড. তুহা হোসাইন বলেন-[৪৬]

ويسألونه عن مقدمه فيقول : ما أدرى ، وإنما دعاني أمير المؤمنين فقدمت. ....ويخلو من بعده إلى عمار بن ياسر....ثم يعلن إلى المسلمين فى أعقاب صلاة من الصلوات أنه قد جعل صلاة الكوفة وحربها إلى عمار بن ياسر

“তাঁরা তাঁকে মদিনায় আগমনের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন: আমি জানি না। আমাকে তো আমিরুল মু'মিনীন ডেকেছেন, তাই এসেছি। .... এরপর তিনি 'আম্মার ইবন ইয়াসারের সাথে গোপনালাপ করলেন।.......... অতঃপর তিনি মুসলমানদের কোনো এক নামাযের পরে ঘোষণা দিলেন যে তিনি কূফার মসজিদে ইমামের দায়িত্ব এবং সেনাবাহিনীর দায়িত্ব 'আম্মার ইবন ইয়াসারকে দিয়েছেন।” অনুরূপ ভাবে ঐতিহাসিক বর্ণনায় পাওয়া যায়-[৪৭]

وهاجر إلى المدينة وشهد المشاهد كلها ثم شهد اليمامة ، فقطعت أذنه بها ، ثم استعمله عمر على الكوفة ، وكتب إليهم أنه من النجباء من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم

“তিনি মদিনায় হিজরত করেছিলেন এবং সকল যুদ্ধেই উপস্থিত ছিলেন অতপর ইয়ামামার যুদ্ধে উপস্থিত থাকেন। এযুদ্ধে তাঁর কান ছিন্ন হয়ে যায়। হযরত উমর (রা.) তাঁকে কূফায় নিয়োগ করেন এবং কূফাবাসীর উদ্দেশ্যে লিখেন, নিশ্চয় 'আম্মার রাসূল (সা.) এর মহৎপ্রাণ সাহাবীদের একজন।”

এক সাধারণ অসহায় ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্রের এত বড় পদের অধিকারী হওয়া সত্যই বিস্ময়কর কিন্তু আল্লাহর ওয়াদা সত্য প্রমানিত হয়েছে এ অসহায় সাহাবীর ক্ষেত্রে। আর ইতিহাসও স্ববিস্ময়ে তা অবলকন করেছে।

সুহাইব ইবন সিনান (রা.)

আব্দুল্লাহ ইবনে যোদআনের মৃত্যুর পর তার সমস্ত সম্পদ তিনি লাভ করেন। আবূ লু'লু নামক এক অগ্নিপুজক হযরত উমার (রা.) কে নামাযে ইমামতি করার সময় ছুরিকাঘাত করে। এতে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। আহত অবস্থায় তাঁকে বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয়। এর পর তাঁর মৃত্যু হয়। তখন জিলহজ মাসের দুই বা তিন দিন বাকী ছিল।[৪৮] শহীদ হওয়ার পূর্বে তিনি শূরা কর্তৃক পরবর্তী খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মসজিদে নববীর ইমামতির দায়িত্ব সুহাইব এর উপর অর্পণ করেন।[৪৯] সুহাইব হযরত উমরের মৃত্যুর তিনদিন পর্যন্ত অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এ দায়িত্ব পালন করেন।[৫০] তুহা হোসাইন এর ভাষায়-[৫১]

ولم يكن لصهيب أيام إبي بكر وعمر إلا شأن الرجل الخير الكريم من المهاجرين . ولكن عمر رحه الله يطعن ذات صباح ، وينظم أمر الشورى حين أحس الموت ، ويأمرفيما يأمر به أن تكون صلاة المسلمين إلى صهيب ثلاثا حتى يختار أهل الشورى للمسلمين إماما .

আবূ বকর (রা.) ও উমর (রা.) এর খিলাফত কালে সুহাইব (রা.) মুহাজিরদের মাঝে দানশীল ও উত্তম ব্যক্তির মর্যাদায় ভূষিত ছিলেন। কিন্তু একদিন ভোরে হযরত উমর (রা.)-কে ছুরিকাঘাত করা হয়। তিনি মৃত্যু আঁচ করতে পেরে মজলিসে শূরার ব্যবস্থা করেন। সেই সময় তিনি সুহাইবের ব্যাপারে নির্দেশ দেন

যে, শূরার সদস্যরা মুসলমানদের ইমাম মনোনীত না করা পর্যন্ত তিনদিন মুসলমানদের নামায পড়ানোর দায়িত্ব সুহাইবের।

أسد الغابة তে বলা হয়েছে-[৫২]

وكان عمر بن الخطاب محبا لصهيب، حسن الظن فيه حتى إنه لما ضرب أوصي أن يصلي عليه صهيب، وأن يصلي بجماعة المسلمين ثلاثا،

"উমর ইবন খাত্তাব (রা.) সুহাইব কে খুবই ভালবাসতেন। তাঁর ব্যাপারে ভাল ধারণা রাখতেন। এমনকি যখন তিনি আক্রান্ত হন তখন তিনি তাঁর জানাযার নামায পড়ানোর জন্য সুহাইবকে ওসিয়ত করেন এবং সুহাইব (রা.) তিন দিন মুসলমানদের নামাযের ইমামতি করেন।"

আবারো প্রমাণিত হল আল্লাহর ওয়াদা সত্য। এককালের নিঃস্ব সুহাইব হলেন মুসলিম জাহানের নেতা।[৫৩] অনেক বড় বড় সাহাবা থাকা সত্ত্বেও সুহাইব এর মতো একজন রোমীয় গোলাম হযরত উমারের নামাযের জানাযা করেন।

দুহামা বা সমাজের অতি সাধারন মানুষের অন্তর্ভূক্ত অসহায় এ সাহাবীকে ঈমান ও ইসলাম সম্মানিত করেছে। আর ইতিহাসও তাঁকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে যাচ্ছে।

বিলাল ইবন রাবাহ (রা.)

হযরত বিলাল মদীনায় হিজরত করেন। হযরত আবূ রুওয়াইহা আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুর রহমান খায়সামী (রা.) এর সাথে তাঁর ভ্রাতৃত্ব স্থাপিত হয়।[৫৪] মুমিনদের প্রতি মহান আল্লাহর যে ওয়াদা, 'আল্লাহ তাঁদের নেতা বানাবেন, নেতৃত্ব দান করবেন'। এ ওয়াদার সবটুকুই যেন তাঁর জীবনকে পরিপূর্ণ করে। কেননা মদীনায় আসার পর তিনিই ছিলেন ইসলামের তথা নবী (সা.) এর মুয়াযিযন।[৫৫] ত্বহা হোসাইন এর ভাষায়-[৫৬]

وكان أول من أذن فى الإسلام ، وقد جعل النبى الأذان إليه حين نظمت جماعة المسلمين . وليس من شك فى أن قد كان بين العرب من المهاجرين والأنصارمن كان أندى صوتا من بلال ، . ولكن الله يؤتي فضله من يشاء ،

"তিনি ছিলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি ইসলামে আজান দিয়েছিলেন। মুসলিম জামাত সংগঠিত হলে রাসূল (সা.) তাকে আজানের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এতে কোনো সন্দেহ নাই যে, আরবের আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে বেলালের চেয়ে উচ্চ কণ্ঠের অনেক ব্যক্তিই ছিলেন কিন্তু আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা তাকে তাঁর অনুগ্রহ দান করেন।"

أسد الغابة গ্রন্থে বলা হয়েছে-[৫৭]

وكان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى حياته سفرا وحضرا وهو أول من أذن له فى الإسلام

"তিনি রাসূল (সা.) এর জীবদ্দশায় তাঁর সফর ও উপস্থিত থাকা অবস্থায় আযান দিতেন। আর তিনিই ইসলামের প্রথম ব্যক্তি যিনি রাসূল (সা.) এর জন্য আযান দেন।"

যেটা ছিল মুসলমানদের নিকট সবচেয়ে সম্মানের ও মর্যাদার বিষয়। একজন ক্রিতদাস, যার কোন সামাজিক ও মানবিক মূল্য ছিলনা। তিনি হলেন সমাজের সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। আর তাই তো হযরত উমর (রা.) বলতেন আমাদের নেতা হযরত আবূ বকর আমাদের নেতা বিলাল কে আযাদ করেছেন।[৫৮]

একজন হাবসী কৃতদাস থেকে ইসলামের প্রথম মুয়ায্যিন হওয়া ইতিহাসের কাছে এক মহা বিস্ময়। মহান আল্লাহর মহান পুরস্কার ছাড়া যা কিছুতেই সম্ভব নয়।

খাব্বাব ইবন আরাত (রা.)

অসহায় ক্রীতদাস খাব্বাব ইবন আরাত মদীনায় হিজরত করেন অবস্থার পরিবর্তন হয়। কালক্রমে মদিনা রাষ্ট্র স্বয়ংসম্পন্ন হয়ে ওঠে। হযরত খাব্বাব সম্মানীতদের সম্মানীত ব্যক্তিতে পরিণত হন। আল্লাহর ওয়াদা ছিল 'মুমিনদের তিনি সম্মানীত করবেন তাঁদের কোন ভয় থাকবে না'। একদিন খাব্বাব খলীফা হযরত উমারের নিকট গমন করলে তিনি তাঁকে তাঁর পাশে একটা উঁচু জায়গায় বসতে দেন। আর বলেন, এই স্থানে তুমি ছাড়া শুধু একজন বসতে পারে, সে হল বিলাল।

ত্বহা হোসাইন এর ভাষায়-[৫৯]

فيهش له عمر ويستدنيه ويجلسه على متكئه ويقول :ما على الأرض أحد أحق منك بهذا المجلس إلا رجلا واحدا.فيقول خباب: من هو ياأميرالمؤمنين؟ قال عمر: بلال

উমর (রা.) তাঁকে দেখে হর্ষোৎফুল্ল হলেন, তাঁকে কাছে নিলেন এবং তাঁকে তাঁর হেলান দেয়ার জায়গায় বসালেন এবং বললেন পৃথিবীর বুকে এক ব্যক্তি ছাড়া এই বসার স্থানে বসার তোমার চেয়ে হকদার আর কেউ নাই। খাব্বাব (রা.) বললেন: হে আমিরুল মু'মীনীন সে কে? উমর বললেন: সে হল বিলাল।

অনুরূপ ভাবে الطبقات الكبرى গ্রন্থে বলা হয়েছে-[৬০]

دخل خباب بن الأرت على عمربن الخطاب فأجلسه على متكئه وقال : ماعلى الأرض أحد أحق بهذا المجلس من هذا إلا رجل واحد ....

"হযরত খাব্বাব ইবন আরাত হযরত উমর ইবন খাত্তাব (রা.) এর নিকট আগমণ করলেন। তিনি তাঁকে তাঁর হেলান দেওয়ার জায়গায় বসালেন আর বললেন: পৃথিবীর বুকে এক ব্যক্তি ছাড়া এই স্থানে বসার এর থেকে হকদার আর কেউ নাই......"

মৃত্যুর সময় খাব্বাবের ঘরে বিপুল পরিমাণ দিনার রক্ষিত ছিল। যেগুলো তিনি গরীব মানুষদের জন্য উন্মুক্ত রাখতেন। তিনি কূফায় ইনতিকাল করেন। ইনতিকালের পূর্বে আল্লাহর ওয়াদার কথা স্মরণ করেন। সত্যিই তাঁরা দুর্বলতার পর সবল হয়েছিলেন, ভীতির পর নিরাপত্তা লাভ করেছিলেন। ত্বহা হোসাইন এর ভাষায়-[৬১]

ولقد رأيتنى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماأملك دينارا ولادرهما ، وإن فى ناحية بيتى فى تابوتي لأربعين ألف واف.

"তুমি রাসূল (সা.) এর সাথে আমাকে দেখেছিলে আমি কোনো দিনার বা দিরহামের মালিক ছিলাম না। আর আজ আমার ঘরের প্রান্তে সিন্দুকের মাঝে পূর্ণ চল্লিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা রয়েছে।"

আর الطبقات الكبرى গ্রন্থে পাওয়া যায়-[৬২]

ولقد رأيتنى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مأأملك دينارا ولادرهما ، وإن في ناحية بيتي في تابوتي لأربعين ألف واف

রিক্ত নিঃস্ব এক সাধারন ব্যক্তি থেকে সমাজের উচু স্তরের এক মহান ব্যক্তিত্ত্বের অধিকারী হওয়া মুমীনদের আল্লাহর সেই পুরস্কারের ওয়াদার কথাই বিশ্ববাসীকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.)

আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ প্রথমে হাবশায় এবং পরবর্তীতে মদীনায় হিজরত করেন।[৬৩] তিনি ছিলেন পিতৃহারা এক রাখাল বালক। কিন্তু মদীনায় হিজরতের পর তাঁর জীবন পাল্টে যায়। তিনি হলেন রাসূল (সা.) এর বিশেষ খাদেম। রাসূল (সা.) এর সাথে চলতেন, তাঁর লাঠি বহন করতেন। তাঁর জুতা খুলে দিতেন, তাঁর ঘরের দরজায় দারোয়ান ভূমিকা পালন করতেন। তাঁকে صاحب سواد বলা হত।[৬৪]

ত্বহা হোসাইন এর ভাষায়-[৬৫]

إن ابن مسعود كان صاحب سواد رسول الله ووساده ونعليه وطهوره......فإذا هم النبي أن يخرج ألبسه نعليه ومشى بين يديه بالعصا

"ইবন মাসউদ (রা.) ছিলেন, রাসূল (সা.) এর অনেক কাজের জিম্মাদার, তাঁর বিছানা, তাঁর জুতা, তাঁর অজুর পানি।......... নবী (সা.) ঘর থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা করলে তিনি নবী (সা.)-কে জুতা পরিয়ে দিয়ে তাঁর লাঠি নিয়ে সামনে চলতেন।"

অনুরূপ ভাবে الطبقات الكبرى গ্রন্থে বলা হয়েছে-[৬৬]

كان عبد الله بن مسعود صاحب سواد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سره ووساده يعني فراشه وسواكه ونعليه وطهوره

তাঁর সম্মান তাঁর মদর্যাদা, তাঁর উচ্চাসন আল্লাহর ওয়াদার কথাই মনে করিয় দেয়। আল্লাহর ওয়াদা ছিল "তিনি মুমিনদের ভীতির পর নিরাপত্তা দিবেন।" "তাদের জমিনে নেতৃত্ব দিবেন।" হযরত উমারের শাসনামলে তাঁকে কূফার বায়তুল মালের প্রধান উযির ও শাসক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়।

যেমন الإستيعاب গ্রন্থে বলা হয়েছে-[৬৭]

وبعثه عمربن الخطاب إلى الكوفة مع عماربن ياسر، وكتب إليهم : إني قد بعثت إليكم بعماربن ياسرأميرا ، وعبد الله بن مسعود معلما ووزيرا وهما من النجباء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

দীনহীন এক অসহায় ব্যক্তির কত মহান সম্মান। তিনি দশজন বেহেস্তের সুসংবাদ প্রাপ্তদেরও একজন।[৬৮]

আব্দুল্লাহ ইবন সুহাইল (রা.)

ইসলাম ও ঈমান তাঁকে মহিমান্বিত করেছিল। মক্কা বিজয়ের দিনে তিনি রাসূল (সা.) এর নিকট তাঁর পিতা সুহাইল এর নিরাপত্তা নিয়েছিলেন। ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি শহীদ হন।[৬৯]

উপসংহার

ড. ত্বহা হোসাইন তাঁর উপান্যাস *আল-ওয়া'দুল হাক্ব* এ অসংখ্য সাহাবীদের মধ্যে থেকে নির্যাতিত কিছু সংখ্যক সাহাবীর প্রসঙ্গে আলোকপাত করেছেন। যারা রিক্ত, নিস্ব, অসহায় হওয়া সত্ত্বেও ঈমান গ্রহণ করে মহিমান্বিত হয়েছেন। মহান আল্লাহ "মুমীনদের ভয় দূর করবেন। তাঁদের নিরাপত্তা দিবেন। তাঁদের রাজত্ব দিবেন।" এমন ওয়াদার সত্য বাস্তবায়নও করে দেখিয়েছেন ঐ সকল দরিদ্র মুসলিম জনগোষ্ঠির দ্বারা। যারা প্রত্যেকেই ঈমান আনার ফলে চরম দুর্দশা থেকে মুক্তি পেয়েছেন। পার্থিব জীবনে সফলতার শীর্ষ চূড়ায় আরোহন করেছেন। পৃথিবীতে চির সম্মানীত হয়ে রয়েছেন। যা লেখকের লেখনীতে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। লেখক ঐতিহাসিকদের বিভিন্ন বর্ণনার সাথে তাঁর রচনাটিকে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ করে তা একটি স্বার্থক রচনায় পরিণত করেছেন। লেখকের বিভিন্ন ঘটনার অবতারণা, বিভিন্ন বর্ণনার ধারাবাহিকতা, কাফের সম্প্রদায় ও মুসলিম জনগোষ্ঠি সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়াত ঐতিহাসিকদের বর্ণিত তথ্য উপাত্তের সাথে হুবুহু মিলে যায়। যেখানে তথ্যের অতিরঞ্জন বা সংকোচন দৃষ্টি গোচর হয়না। বিধায় নির্দিধায় *আল-ওয়া'দুল হাক্ব* উপন্যাসটিকে একটি ঐতিহাসিক রচনা বলে অভিহিত করা যায়।

তথ্যনির্দেশ

১ *আনওয়ারুল জুনদী*, ত্বহা হুসাইন হায়াতুহু ওয়া ফিকরুহু ফী-মীযানিল ইসলাম (মিসরঃ দারুন নাছর লিত তিবআ'তিল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৭৭ খ্রি.), পৃ. ২১।

২ *মাহমুদ মাহেদী আল ইস্তাবুলী*, ত্বহা হুসাইন ফী মিযানিল উলামা ওয়াল উদাবা (বৈরুতঃ আল মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৯৮৩ খ্রি.), পৃ. ৫৩।

৩ খাইরুদ্দীন যিরিকলী, *আল-আ'লাম*, ৩য় খণ্ড (বৈরুতঃ দারুল ইলম্ লীল মালাইন, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ২৩১।

৪ *আল-আ'লাম*, প্রগুক্ত, পৃ. ২৩১-২৩২।

৫ ইবনুল আছীর, *কামিল ফীত তারীখ*, ২য় খণ্ড (বৈরুতঃ দারু সাদির, ২০০৯ খ্রি.) পৃ. ৩৪।

৬ ত্বহা হুসাইন, *আল-ওয়া'দুল হাক্ব* (কাহেরাঃ দারুল মা'আরিফ, কুরনীশ আন-নীল, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ৩৭।

৭ *কামিল ফীত তারীখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।

৮ *আল-ওয়া'দুল হাক্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

৯ আবূ উমার ইউসুফ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন আবদুল বার্‌্য, *আল-ইসতি'আব ফী মা'রিফাতিল আসহাব*, ২য় খণ্ড (কায়রোঃ জমহুরিয়াতু মিশর আল-আরাবিয়া, ২০২০খ্রি.), পৃ. ৪৪৮; *আল-ওয়া'দুল হাক্ব*, পৃ. ৫।

১০ *আল-ইসতি'আব*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৮; *আল-ওয়া'দুল হাক্ব*, পৃ. ৬।

১১ *আল-ইসতি'আব*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৮; *আল-ওয়া'দুল হাক্ব*, পৃ. ১৮।

১২ *আল-ওয়া'দুল হাক্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।

১৩ ইবন হিসাম, *সিরাতুল নাববিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড, (কায়রোঃ দারুল হাদিস, খ্রি. ১৯৯৫), পৃ. ২২৫।

১৪ *আল-ওয়া'দুল হাক্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২।

১৫ *তদেব*।

১৬ *কামিল ফীত তারীখ*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।

১৭ মুহাম্মাদ আবদুল মা'বুদ, *আসহাবে রসূলের জীবনকথা*, ২য় খণ্ড (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, আলফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, বড় মগবাজার, ১৯৯১), পৃ. ১৫।

১৮ *আল-ইসতি'আব*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০১।

১৯ *আল-ওয়া'দুল হাক্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।

২০ *আল-ওয়া'দুল হাক্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪।

২১ ইযযুদ দীন ইবনুল আছীর, *উসদুল গাবাহ ফী মা'রিফাতিস সাহাবা*, ৩য় খণ্ড (কায়রোঃ মাকতাবতুস সফা, ২০০৭খ্রি.), পৃ. ২৯।

২২ *আল-ওয়া'দুল হাক্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩।

২৩ হাফিজ সিহাব উদ্দিন আহমদ ইবন আলী ইবন হাজার আল-আসকালানী, *আল-ইসাবাহ্ ফী তামিজি আস-সাহাবাহ্*, ৩য় খণ্ড (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ৩৪।

[২৪] হাফিয জামালুদ্দীন আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ আল-মায্যী, *তাহযিবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, ৩য় খণ্ড (দারুল ফিকর: হাইয়াতুল বুহুছ ওয়াদ দিরাসাত, তা.বি.), পৃ. ১৮৬।
[২৫] *আসহাবে রাসূলের জীবন কথা*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২; *উসদুল গাবাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫।
[২৬] *আল-ওয়া'দুল হাক্ক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪।
[২৭] *আল-ওয়া'দুল হাক্ক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬।
[২৮] *আল-ওয়া'দুল হাক্ক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭-১০৮।
[২৯] খালিদ মোহাম্মদ খালিদ, *রিজালু হাওলার রাসূল* (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৪২১ হি.), পৃ. ৬৩।
[৩০] *উসদুল গাবাহ*, *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৬।
[৩১] *আল-ওয়া'দুল হাক্ক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১।
[৩২] *উসদুল গাবাহ*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৬।
[৩৩] মুহম্মদ ইযযাহ দারওয়াহ, '*আসরুন নাবী আলাইহিস সালাম ওয়া বীয়াতুহু কাবলাল বি'ছাহ* (বৈরুত: দারুল ইয়াক্কযাহ আল-'আদাবিয়্যাহ, ১৩৮৪ইং/১৯৬৪খ্রি. ২য় সংস্করণ), পৃ. ৫৬৩।
[৩৪] *আল-ওয়া'দুল হাক্ক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১।
[৩৫] *কামিল ফীত তারীখ*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।
[৩৬] *আল-ওয়া'দুল হাক্ক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭।
[৩৭] *আল-ওয়া'দুল হাক্ক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪।
[৩৮] রিজালু হাওলার রাসূল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩।
[৩৯] *আল-ওয়া'দুল হাক্ক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬।
[৪০] *আল-ওয়া'দুল হাক্ক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯; *আল-ইসতি'আব*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৮।
[৪১] *আল-ওয়া'দুল হাক্ক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০।
[৪২] *উসদুল গাবাহ*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৬।
[৪৩] *আল-কুরআন*, সূরা: আল-কাসাস, আয়াত- ৫।
[৪৪] *আল-কুরআন*, সূরা: আন-নূর, আয়াত- ৫৫।
[৪৫] *উসদুল গাবাহ*, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৯২।
[৪৬] *আল-ওয়া'দুল হাক্ক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭।
[৪৭] আল-ইসাবাহ্, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫০০।
[৪৮] জাবী যাদাহ আলী ফাহমী, *হুসনুস সাহাবা ফী শারহি আশ আ'রুস সাহাবাহ*, ১ম খণ্ড (মাতবাআ' রওশন, ১৩২৪ হি.), পৃ. ৩২৪।
[৪৯] *আল-ওয়া'দুল হাক্ক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫।
[৫০] *আসহাবে রসূলের জীবন কথা*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭।
[৫১] *আল-ওয়া'দুল হাক্ক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫।
[৫২] *উসদুল গাবাহ*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১।
[৫৩] *আল-ওয়া'দুল হাক্ক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫।
[৫৪] *আসহাবে রসূলের জীবনকথা*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৩।
[৫৫] *আল-ওয়া'দুল হাক্ক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২; *তাববাতুল কুবরা*, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬।
[৫৬] *আল-ওয়া'দুল হাক্ক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২-১৩৩।
[৫৭] *উসদুল গাবাহ*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৭।
[৫৮] *আল-ওয়া'দুল হাক্ক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪; *উসদুল গাবাহ*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৯; ফকীহ আহমদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আবদ রাব্বিহি আন্দালুসী, আল-*ইকদুল ফারিদ*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৫; আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, আল-জু'ফী (র.), সম্মাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্মাদিত, *বুখারী শরীফ*, ৬ষ্ঠ খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯১ খ্রি.), পৃ. ৩২।
[৫৯] *আল-ওয়া'দুল হাক্ক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১।
[৬০] ইবন সা'দ, *আত তবাকাতুল কুবরা*, ৩য় খণ্ড (কায়রো: দারুল ইবন জাওযী, ২০১৭ খ্রি.), পৃ. ১২২।
[৬১] *আল-ওয়া'দুল হাক্ক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩।
[৬২] আত তবাকাতুল কুবরা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩।

[৬৩] *আল-ইসতি'আব*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০২-৩০৩।
[৬৪] *আল-ওয়া'দুল হাক্ক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬।
[৬৫] *আল-ওয়া'দুল হাক্ক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬।
[৬৬] আত তবাকাতুল কুবরা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩।
[৬৭] *আল-ইসতি'আব*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৭।
[৬৮] *আল-ইসতি'আব*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৩।
[৬৯] *আল-ওয়া'দুল হাক্ক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯।